নাকছাবি
রামকিশোর ভট্টাচার্য

বিষাদ বসেছে আজ জানালার পাশে। সামনে ক্লান্ত মুখ বিকেল।
দূরে একদল মাধবীলতা রোধ-গন্ধ গায়ে। এই গন্ধ কালও ছিল
বান্ধবের হাতে। কোথাও কোনো আহ্লাদের কারুকাজ নেই।
যেন থাকার কথাই ছিল না উপত্যকায়। কোনো প্রেমও বাজেনি
এবার বৃষ্টি-উৎসবে। চারিদিকে প্যাস্টেল রঙের উপদ্রব শুধু।
অন্তরীক্ষে দু'চারটি চোখে টলটল নিরুদ্দেশ লেগেছে।
হাতে হাত চলে গেছে মল্লায়ের দল। জামা জলে মুখ তুবড়ে
অপরিচিত স্বপ্নরা। একটি পবিত্র আশা দাঁড়িয়ে দূরে গল্পের
ছায়ায়। শ্বাসযন্ত্রে ঘুম লেগে আছে। বহু দিনের অবতার ঘুম।
অবাক মাঠটি শুধু দেখে একটা নাকছাবি কেমন জোছনা ছড়িয়েছে
অপেক্ষা আঁকা জানালার মুখে...

চন্দন গাছের মত
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

সন্ন্যাসে নয়, সুন্দরে খুঁজতাম
অজয়ের পরে কোথাও
চন্দন গাছের মত গ্রাম।

চেয়েও ছিলাম দুধে-ভাতে থাক
দিন ও বছর।
থাক আকাশকুসুমে প্রেম, সকলে
চিনুক ঈশ্বর,
ক্লান্ত হয়ে সমুদ্র ঘুমোক, অতঃপর
জমিয়ে বসুক রোদে
সাবলীল সাদা ফেনা-;
দৃষ্টি যাক মদে
মানুষের, বনে বনে ফুটুক বিস্তর
বকুল, অশোক,
উত্তরাখণ্ডের মেয়ে যত খুশি
পরুক নোলক...

এসব সন্ন্যাসে বারণ,
তাই সুন্দরে খুঁজতাম
অজয়ের পারে কোথাও
চন্দনগাছের মত গ্রাম।